গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে (Peak Spawning Period) ''মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০১৯'' শীর্ষক মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

স্থান	:	সিআইসিসি (গ্রাউন্ড ফ্লোর), সিরডাপ, ঢাকা;
তারিখ	:	১৮/০৯/২০১৯খ্রি.
সময়	:	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
সভাপতি	:	জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা "পরিশিষ্ট-ক" তে সন্নিবেশিত করা হলো।

২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে ইলিশের উৎপাদন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম। চলতি বছর ৯ অক্টোবর হতে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২২দিন সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও মজুত বন্ধ থাকবে। অর্থনৈতিকভাবে ও পুষ্টিমানের বিচারে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই ইলিশ সম্পদের রক্ষায় প্রতি বছর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও নৌ পুলিশের সহায়তায় সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করা হয়। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও অভিযান পরিচালনা করা হবে। তিনি চলতি সনে মা ইলিশ রক্ষায় গৃহীতব্য কার্যক্রম power point এর মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর এর সিনিয়র সহকারী পরিচালককে আহবান জানান।

৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মাসুদ আরা মমি, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় ''মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০১৯" এর উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। তিনি তার উপস্থাপনায় মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব এবং প্রভাব উল্লেখ করেন। তিনি এ বছর বাস্তবায়িতব্য ৩৬টি জেলায় ''মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০১৯"-এ কি কি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে তার ধাপসমূহ একে একে উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, চলতি সনে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমের ২২দিনের অভিযান সফল করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হতে অভিযানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেল গঠন করা হবে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য বিভাগীয় মনিটরিং টিম এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কন্ট্রোলরুম খোলা হবে। সেই সাথে অভিযানে সহায়তার জন্য মা ইলিশ সমৃদ্ধ এলাকায় সাময়িকভাবে অন্য এলাকা হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সংযুক্ত করে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এই সময় ঢাকার বাজারে ইলিশ ক্রয় বিক্রয় বন্ধে মহানগর বাজার মনিটরিং টিমও গঠন করা হবে। সেই সাথে স্থানীয়ভাবে মাইকিং, টিভিতে স্ক্রল প্রচার, মোবাইলে এসএমএস প্রদান, পত্রিকায় বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, টিভিতে টকশো, বেতারে বিশেষ ঘোষণা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলায় টাস্কফোর্স কমিটির সভার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৪। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মা ইলিশ সংরক্ষণে অভিযান পরিচালনার গুরুত্ব, প্রভাব এবং প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি বছরে প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফল করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে পত্র দেয়া হয়েছে।

৫। সভায় বিভিন্ন জেলার মৎস্যজীবী/ট্রলার মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধিগণ জানান, ইলিশের সুবিধাভোগী হচ্ছে জেলেরা। তাই প্রকৃত জেলেরা নিষিদ্ধকালীন সময় কোনভাবেই মাছ ধরতে নদীতে নামেন না। তবে কিছু অসাধু জেলে দাদনদারদের প্ররোচনায় নিষিদ্ধকালীন সময়ে অবৈধ জাল নিয়ে মাছ ধরতে চেষ্টা করেন। সভায় উপস্থিত সকল ট্রলার/মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি আসন্ন প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফল করার জন্য তাদের সমিতির পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহোযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে চলমান ভিজিএফ সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভিজিএফ এর পরিমাণ বাড়ানোর আহবান জানান।

৬। কোষ্টগার্ড প্রতিনিধি সভায় জানান বিগত বছরের ন্যায় ৫৪টি স্টেশন/ আউটপোস্টের পাশাপাশি আরও অস্থায়ী স্টেশন/আউটপোস্ট স্থাপন করে চলতি বছরের মা ইলিশ সংরক্ষণে কোষ্টগার্ডের অপারেশন অব্যাহত থাকবে। তিনি সভায় আরও জানান যে, কোষ্টগার্ড মৎস্য বিভাগের প্রতিনিধি নিয়ে আকস্মিকভাবে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। গতবছর অভিযানে কোষ্টগার্ড ৬২ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করেছিল। বিগত সময়ের মতো চলতি বছরও ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে উপকূলীয় এলাকায় এবং দেশের অন্যান্য নদীতে যেন কোন জেলে ইলিশ ধরতে না পারে সে জন্য অভিযান জোরদার করা হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৭। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রতিনিধি জানান যে, বিমানবাহিনী রেকি মিশন পরিচালনার মাধ্যমে Birds eye view থেকে চিহ্নিত ৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রসহ অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় কোন অবৈধ নৌকা বা ট্রলারের উপস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারবে এবং নৌবাহিনী, কোষ্টগার্ড তখন দ্রুত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও বিমানবাহিনী হতে এ সময় যে সকল নিজস্ব বিমান উড্ডয়ন হবে সেখানেও নির্দেশনা দেয়া থাকবে যাতে সীমান্তবর্তী উপকূলীয় এলাকায় কোন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা দেশীয় নৌকা মাছ ধরতে না পারে।

৮। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গত বছরের পয়েন্টগুলোতে এবছরও তাদের নৌ টহল ও অপারেশন অব্যাহত থাকবে। এসময় ৪-৫ টি বড় জাহাজ মা ইলিশ রক্ষায় নিয়োজিত থাকে। এছাড়াও যেস্থানে বড় জাহাজ পৌঁছাতে পারে না সেখানে ছোট ছোট নৌকা দিয়ে অভিযান করা হয়। তিনি আরও জানান প্রতি বছর অভিযানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই আনুপাতিক হারে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন। ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে সমুদ্রসীমায় যেন কোন অবৈধ ট্রলার যেতে না পারে সেজন্য তিনি বিগত সময়ের মতো চলতি বছরও সমুদ্রে অভিযান জোরদার করা হবে বলে সভাকে অবহিত করেন।

৯। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ সভায় জানান যে, গত বছর মা ইলিশ রক্ষা অভিযানে নৌ পুলিশ দেশের বিভিন্ন এলাকার নদী হতে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার মিটার কারেন্ট জাল আটক করেছিল। তিনি জানান যে, নৌ পুলিশ ইতোমধ্যে অভিযান পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ৮টি পয়েন্টের সকলকে নিয়ে সভা করে ১১৪ টি ওয়ার্কিং গ্রুপে ভাগ করে দায়িত্ব বন্টন করেছে। নৌ পুলিশ মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং কখনো কখনো নিজেরাও নদীতে অভিযান পরিচালনা করে এবং জব্দকৃত মাছ ও জাল পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করে থাকে। নৌ পুলিশ বিগত সময়ের মতো এবারও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সংশিষ্ট সকল সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান করবে মর্মে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

১০। উপপরিচালক, র‍্যাব সদর দপ্তর সভায় বলেন, কারেন্ট জালের উৎপাদন বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও জানান আসন্ন অভিযানে যে ইলিশ বা কারেন্ট জাল জব্দ করা হবে তার উৎস কি অর্থাৎ কোন ঘাট থেকে মাছ এসেছে, কোন কারখানায় কারেন্ট জাল তৈরি হয়েছে তা জেনে এ সংক্রান্ত কার্যকলাপে নিয়োজিত সকলকে আইনের আওতায় আনা হবে। সভায় উপস্থিত র‍্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সরোয়ার আলম কারেন্ট জাল উৎপাদনকারী এবং নিষিদ্ধ সময়ে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও মজুত রোধে কঠোরভাবে আইনের বাস্তবায়নে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও র‍্যাব এর মোবাইল কোর্টের সহযোগিতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

১১। বন বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, সুন্দরবনে প্রায় ১২ হাজার জেলে রয়েছেন। যারা আইন মেনে মাছ ধরেন তবে সামুদ্রিক জলসীমার এলাকা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্রের প্রেক্ষিতে গত বছর হতে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের সময় সুন্দরবনে অবাধে ইলিশসহ সকল প্রকার মাছ ধরার পারমিট প্রদান বন্ধ রাখা হয়েছে। এবছরও আসন্ন নিষিদ্ধ মৌসুমের পূর্বেই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিনি এতদসংক্রান্ত অনুরোধ জানান।

১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট সভায় জানান যে, সব ইলিশ একসাথে ডিম ছাড়ে না। ইলিশ সারা বছরই কমবেশী ডিম ছাড়ে তবে যে সময়ে সর্বোচ্চ ডিম ছাড়ে সেই সময়কে কেন্দ্র করে এই নিষেধাজ্ঞার সময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই সময়কাল অনেক দিনের বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে অক্টোবর মাসের অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইলিশের ডিম ছাড়ার জন্য নির্ধারিত নিষেধাজ্ঞার এই ২২ দিন নিয়ে গবেষণা চলমান থাকবে এবং দুইটি পর্যবেক্ষণ দল মেঘনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে নিয়োজিত করা হবে যারা কি পরিমাণ ইলিশ ডিম ছাড়বে এবং কোন কোন জায়গায় ডিম ছাড়বে তার তথ্য/ডাটা সংগ্রহ করবে।